Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

17 November 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারুণ্যের উৎসব ২০২৬-এর উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে রোববার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে তারুণ্যের উৎসব ২০২৬ উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রোভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রোভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি মো: আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) এবং ম্যানেজমেন্ট এফবিএস ক্লাব লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল বিল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন তারুণ্যের উৎসব ২০২৬-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। উদ্বোধন শেষে একটি র‍্যালি সিনেট ভবন থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে পৌঁছে শেষ হয়। সেখানে অতিথিবৃন্দ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাতীয় অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান শক্তি হলো তারুণ্য। তারুণ্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এ আয়োজন।

তিনি তরুণদের মধ্যে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিভাজন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি জাতীয় অগ্রগতির জন্য অনুকূল নয়; তবে সঙ্কটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে।

উপাচার্য আরো বলেন, সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, সৃজনশীলতা ও সমাজের প্রতি অবদান নিশ্চিত করার কার্যক্রম সারা বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। তিনি উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সমাজের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল এবং তাই সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৬-এর মূল আয়োজক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ-আয়োজক ডাকসু। বিজ্ঞপ্তি।

The Dhaka Tribune

Youth Festival 2026 inaugurated at Dhaka University

DU Correspondent

The Youth Festival 2026, organized by Dhaka University (DU), was inaugurated yesterday at the auditorium of the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building. Professor Dr Niaz Ahmed Khan, vice-chancellor of DU, inaugurated the festival as the chief guest.

Special guests at the event included Professor Dr Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice-Chancellor (Administration); Professor Dr Mamun Ahmed, Pro-Vice-Chancellor (Academic); Professor Dr M. Jahangir Alam Chowdhury, Treasurer; Md Abu Shadik (Shadik Kayem), Vice-President of the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU); and Mohammad Rezaul Billah, Senior Vice President of Management FBS Club Limited. The event was presided over by Professor Dr Mohammad Zashim Uddin, Convener of Youth Festival 2026.

The ceremony began with a recitation from the holy scriptures, followed by a captivating cultural performance. After the inauguration, a rally started from the Senate Building and concluded at the university mall area, where the guests inaugurated a tree-planting program.

In his speech as chief guest, Vice-Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan said that youth are one of the primary forces driving national progress, and the festival has been organized to acknowledge their contributions.

He expressed concern about emerging divisions among young people, noting that such trends are not conducive to national advancement. However, he said the unity demonstrated by the youth during times of crisis has repeatedly given the nation hope.

The Vice-Chancellor further said that activities to foster social responsibility, develop leadership qualities, nurture creativity, and ensure meaningful contributions to society must continue throughout the year. He added that Dhaka University's progress depends on cooperation from society, making effective coordination with various stakeholders extremely important.

The main organizer of Youth Festival 2026 is Dhaka University, with the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) serving as co-organizer. •

The Dhaka Times

Youth festival inaugurated at Dhaka University

TIMES Report Dhaka

The University of Dhaka (DU) inaugurated Youth Festival 2026 yesterday at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building auditorium. Vice-Chancellor Professor Niaz Ahmad Khan attended as the chief guest and formally launched the festival.

Special guests included Pro-Vice Chancellors Professor Saima Haque Bidisha (Administration) and Professor Mamun Ahmed (Education), Treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury, Ducsu Vice President Md Abu Sadiq (Sadiq Kayem), and Senior Vice President of Management FBS Club Ltd Mohammad Rezaul Billah. The session was chaired by Professor Mohammad Jasim Uddin, convener of Youth Festival 2026.

The programme began with recitation from the holy scriptures, followed by cultural performances. A rally from the Senate Building to the Mall Chattar concluded the inauguration, where a tree-planting campaign was launched.

In his speech, Vice-Chancellor Niaz highlighted the crucial role of youth in national progress. He expressed concern over emerging divides among young people but emphasised that their united efforts have historically inspired hope during crises. He urged continuous activities fostering social responsibility, leadership, and creativity to strengthen societal contributions.

The festival, primarily organised by the University of Dhaka and co-organised by Ducsu, aims to recognise and celebrate the contributions of the nation's youth.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

17 November 2025

আমাদের বার্তা

সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে আশান্বিত করেছে

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে। গতকাল রোববার তারুণ্যের উৎসব-২০২৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। উদ্বোধন শেষে একটি র‍্যালি সিনেট ভবন থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চত্বরে পৌঁছে শেষ হয়। সেখানে অতিথিরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তারুণ্যের উৎসব-২০২৬-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপাচার্য বলেন, জাতীয় অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান শক্তি হলো তারুণ্য। তারুণ্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এ আয়োজন।

তিনি তরুণদের মধ্যে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিভাজন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি জাতীয় অগ্রগতির জন্য অনুকূল নয় তবে সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে।

ইত্তেফাক

সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে : উপাচার্য

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, জাতীয় অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান শক্তি হলো তারুণ্য। তারুণ্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এ আয়োজন। সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে।

রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে তারুণ্যের উৎসব ২০২৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। উদ্বোধন শেষে একটি র‍্যালি সিনেট ভবন থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে পৌঁছে শেষ হয়। সেখানে অতিথিবৃন্দ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, তরুণদেরকে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার তাদের উপযোগী হিসেবে তাদেরকে তৈরি করতে হবে। বিশ্বের বড় বড় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হারভার্ড, এমআইটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তরুণরা যেভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ন্যাশনাল বিল্ডিং-এর জন্য সেভাবে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) এবং ম্যানেজমেন্ট এফবিএস ক্লাব লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল বিল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন তারুণ্যের উৎসব ২০২৬-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

সময়ের আলো

ঢাবি উপাচার্য সংকটে তরুণদের ভূমিকা জাতিকে আশান্বিত করেছে

■ ঢাবি প্রতিনিধি

তরুণদের মধ্যে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিভাজন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতি জাতীয় অগ্রগতির জন্য অনুকূল নয়। তবে সংকটকালে তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা জাতিকে বারবার আশান্বিত করেছে। রোববার সকালে নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে তারুণ্যের উৎসব ২০২৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক ড. নিয়াজ বলেন, জাতীয় অগ্রযাত্রার

তারুণ্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এ আয়োজন। সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, সৃজনশীলতা ও সমাজের প্রতি অবদান নিশ্চিত করার কার্যক্রম সারা বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সমাজের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। তাই সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাবিতে আদি নববর্ষ উৎসব

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

তরুণ প্রজন্মের সামনে লোকায়তের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি তুলে ধরতে প্রথমবারের মতো অগ্রহায়ণের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে উদযাপিত হয়েছে আদি নববর্ষ উৎসব। গতকাল সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় চিত্রশিল্পীদের রংতুলির আঁচড়ে শুরু হয় এ উৎসব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) এবং 'বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য'-এর যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী এ চার পর্বের উৎসব সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে দেশের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের পাশাপাশি চারুকলার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জুলাই ও নবান্ন থিমে ছবি আঁকা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। এতে তিনটি মোটিফ স্থান পায়। এর মধ্যে জুলাই নিয়ে একটি, একটি জেলে জীবন নিয়ে এবং কৃষি জীবন নিয়ে একটি মোটিফ দেখা যায়। এ ছাড়াও পালকি, কৃষিকাজে ব্যস্ত এক নারী এবং জাল ঘোড়া অবস্থায় একজন জেলের মোটিফ রাখা হয়। পাশাপাশি ধানের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

ঢাবিতে আদি নববর্ষ

(শেষের পৃষ্ঠার পর) কুলা, গামছা-কাস্তে হাতে কৃষকসহ একাধিক উপাদান এই শোভাযাত্রায় দেখা যায়। এদিকে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত চারুকলার বকুলতলায় চলে আবৃত্তি, নাচ, গান ও জাদু পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, আজকের (রবিবার) দিনটি বেশি স্পেশাল। কারণ আগামীকাল (সোমবার) খুনি হাসিনার রায় হবে। সেই রায়ের আগে আজকে আমরা চারুকলায় আদি নববর্ষ পালন করছি। সারা দেশের মানুষ অনেক আনন্দিত যে, ফ্যাসিস্ট হাসিনা গত ১৬ বছরে গুম, খুন, আয়নাঘর, শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন থেকে শুরু করে সর্বশেষ জুলাই বিপ্লবে আমাদের ৪০ হাজার ভাইবোনকে পঙ্গু করেছে, আমাদের দুই হাজার ভাইবোনকে শহীদ করেছে, সেই খুনি হাসিনার রায় হবে আগামীকাল এবং সেটি দেশব্যাপী উদযাপন করব আমরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খানসহ ডাকসুর অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র সরোবরে নবান্নের উল্লাস : বাংলার কৃষিসংস্কৃতি ও শস্যনির্ভর জীবনচর্চার প্রাচীনতম উৎসব নবান্নকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে পালিত হয়েছে 'নবান্ন উৎসব ১৪৩২'। গতকাল বিকাল ৪টায় সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন হয়। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন লেখক, শিল্পী ও সুধীজনরা। বক্তারা বলেন, নবান্ন শুধু মৌসুমি উৎসব নয়, এটি পরিশ্রমী মানুষের জীবনচেতনা ও বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন ফারহানা করিম উর্মা, সমুদ্রহিতা, দেবশর্মা ও মুক্তা ঠাকুর।

কালের কণ্ঠ ১৭-১১-২০২৫

ডাকসু ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের নবান্ন উৎসব

নগরে গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

বাংলার আদি নববর্ষ পহেলা অগ্রহায়ণ উদযাপন করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য। গতকাল রবিবার চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় দিনব্যাপী এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নবান্নের লোকায়ত রূপ নগরবাসীর সামনে তুলে ধরা। কর্মসূচির মধ্যে ছিল 'রং-তুলিতে নবান্ন' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন, জমকালো 'আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা' এবং গ্রামীণ মেলা। দিনভর এই উৎসবে গ্রামীণ মেলা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন দর্শক-শ্রোতারা।

চারুকলার বকুলতলায় সকাল ১০টায় 'রং-তুলিতে নবান্ন' শীর্ষক চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে আদি নববর্ষ ১৪৩২ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে তুলির আঁচড়ে গ্রামবাংলার ছবি ফুটিয়ে তোলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

বিকেলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, 'সাংস্কৃতিক জায়গা থেকে আমরা সবার জন্য যে সংস্কৃতি সেটির একটি অংশ হিসেবে পহেলা অগ্রহায়ণে আদি নববর্ষ উদযাপন করছি। বাংলাদেশের আবহমানকালের সব সংস্কৃতিকে ধারণ করে আমরা সংস্কৃতিচর্চা করব।' ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেন, 'এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই অঞ্চলের যে মাটি ও মানুষের সংস্কৃতি সেটি ফুটিয়ে তুলেছি। একই সঙ্গে আমরা খুনি হাসিনাসহ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের কথা, কবিতা, আবৃত্তি, সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে সেগুলো ফুটিয়ে তুলেছি।'

এর আগে দুপুরে 'আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা' নামে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এতে চারুকলার শিক্ষার্থী, ডাকসু নেতা, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের শিল্পীসহ শত শত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রাটি চারুকলার বকুলতলা থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ ঘুরে আবার বকুলতলায় গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ছিল ৩৬ জুলাই, জামাই-বউসহ পালকি, জাল ঘোড়া অবস্থায় একজন জেলে, কৃষিকাজে রত নারী, বাউলশিল্পী, গান গাওয়া শিল্পী ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর লোকজ মোটিফ। এই আনন্দযাত্রা রাস্তার দুই পাশের উৎসুক জনতাকে মুহূর্তের জন্য গ্রামীণ ঐতিহ্যের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। অংশগ্রহণকারীরা লোকজ গানের সুরে গেয়ে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন, যা নগর জীবনে এক ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি করে।

The New Age 17-11-2025

Cultural activists celebrate 'Nabanna Utsab'

Cultural Correspondent

ARTISTES from different cultural organisations celebrated 'Nabanna Utshab' – the traditional Bengali harvest celebration – performing songs, dance recitals and recitation on Sunday.

A new organisation, the Shororitu Udjapan Jatiya Parishad, held a cultural event at Rabindra Sarobar, Dhanmondi in the capital.

The event, which was chaired by the Parishad's convener Ehsan Mahmud, featured dance recitals, folk songs, and poem recitations by various poets, alongside a discussion and member secretary Dipanfo Rayhan delivered the welcome speech and also moderated the event.

Renowned Nazrul Sangeet singer Ferdous Ara said that people celebrate seasonal events like Boishakhi Utshab, Barsha Baran, Sharat, Nabanna, Poush Mela and others, which are deeply rooted in the culture and land, and carried forward by common people.

'The presence of the audiences shows how involved people are with performances like music and dance, and I hope the organisers spread the event across the country,' said Ferdous Ara, who did not perform at the event due to her sickness.

Ehsan Mahmud said that Nabanna is not only a festival of collecting harvest, but a cultural identity of the nation.

Folk singers Sagor Baul, Dolly Mandal, Kohinur Akter Golapi and Aleya Begum, among others, performed at the event and dance artistes of Jandra and others rendered group dance.

Students of various universities, including Dhaka University, Jahangirnagar University, Rajshahi University and University of Liberal Arts Bangladesh, among others organised the Nabanna Utsab.

Earlier, Jatiya Nabanna Utsab Udjapan Parshad on Friday announced the cancellation of their annual event titled 'Eso Mili Sobe Nabanner Utsabe', which was scheduled to be held at Chhayanaut Auditorium on Sunday, via a Facebook post.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

ইত্তেফাক

পহেলা অগ্রহায়ণ আদি নববর্ষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ উপলক্ষ্যে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার বকুলতলায় ডাকসু ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা —সোহেল রেজা

ঢাবিতে 'আদি নববর্ষ' উৎসব উদ্‌যাপন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা অগ্রহায়ণে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'আদি নববর্ষ' উৎসব। বর্তমান প্রজন্মকে প্রাচীন নবান্ন উৎসবের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে নবান্ন উৎসবকে এই 'আদি নববর্ষ উৎসব' নামে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিনব্যাপী চিত্রাঙ্কন, আনন্দ শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি উদ্‌যাপন করা হয়।

গতকাল রবিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে এটি শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু এবং বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য নামের একটি প্লাটফরম এটির আয়োজন করে। উৎসব উপলক্ষ্যে চারুকলা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী মেলা ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আয়োজনে প্রথম পর্বে ছিল 'রঙতুলিতে নবান্ন'। এটি শুরু হয় সকাল ১০টায়। দেশের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং চারুকলার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুলাই ও নবান্ন দিয়ে ছবি আঁকা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা'। দুপুর বারোটায় এটি শুরু হয়। চারুকলার সহযোগিতায় আনন্দযাত্রার জন্য তিনটি মোটিফ তৈরি করা হয়। শোভাযাত্রায় ৩৬ জুলাই শিরোনামে একটি মোটিফ রাখা হয়। এছাড়া, পালকি, কৃষিকাজে ব্যস্ত এক নারী এবং জাল হাতে অবস্থায় একজন জেলের মোটিফ রাখা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আমন্ত্রিত অতিথিদের শুভেচ্ছা বিনিময়। বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিভিন্ন সংগঠন আবৃত্তি, নাচ, গান ও জাদু পরিবেশন করে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েমসহ অন্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ছিল গুণী শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীত ও পালাগান।

আমার দেশ

ঢাবিতে প্রথমবারের মতো 'আদি নববর্ষ' উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছে 'আদি নববর্ষ'। নবান্ন উৎসবের ধারায় বাংলার প্রাচীন নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গতকাল রোববার চারুকলা অনুষদের সামনে বর্ণিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য।

অগ্রহায়ণের হিমেল রোদে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আর দেশজ মোটিফে মুখর ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

আয়োজকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদযাপন করলেও এ অঞ্চলে যে একসময় পহেলা অগ্রহায়ণই ছিল নববর্ষ। এই ভুলে যাওয়া ইতিহাস সামনে এনেই প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো 'আদি নববর্ষ' উৎসব।

গতকাল দুপুর ১২টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয় 'আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা'। শোভাযাত্রায় ছিল তিনটি প্রধান মোটিফ- '৩৬ জুলাই' শিরোনামে একটি সময়-রাজনীতি সম্পৃক্ত শিল্পমোটিফ, জেলে জীবনের প্রতীকী উপস্থাপন এবং কৃষি জীবনকে ফুটিয়ে তোলা একটি মনোগ্রাহী শিল্পকর্ম। সাজে পালকি, ধানের কুলা, গামছা-কাঁধে হাতে কৃষক, জাল ছোড়া জেলে, গ্রামীণ অলংকার- সব মিলিয়ে শোভাযাত্রাটি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ দেশজ সংস্কৃতির এক মোহনীয় প্রদর্শনী।

এর আগে সকাল ১০টায় 'রঙতুলিতে নবান্ন' পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। চারুকলার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ মোট ১০ জন শিল্পী কুলাই ও নবান্নকে কেন্দ্র করে আঁকেন একেকটি বিষয়ভিত্তিক চিত্রকর্ম। প্রত্যেক ক্যানভাসে ফুটে ওঠে হেমন্তের বাতাস, কৃষকের রোদ-পোড়া মুখ, নতুন ধানের উজ্জ্বলতা, আর বাংলার গ্রামীণ ইতিহাস।

বেলা ৩টায় অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এসএম ফরহাদ, এজিএস মু. মহিউদ্দিন খান। সভাপতিত্ব করেন ভিপি সাদিক কায়েম।

এরপর মঞ্চে পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, গান, নাচ, জাদু, পালাগানসহ দেশজ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার আয়োজন করা হয় আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা ©আমার দেশ